ছেলেকে বাঁচাতে কিডনি দিতে চান মা

দুটি কিডনিই নষ্ট হয়ে গেছে ছেলে পিন্টু’র । তাকে বাঁচাতে নিজের কিডনি দিতে চান মা টুনু খাতুন । কিন্তু টাকার অভাবে সেই কিডনি প্রতিস্থাপন করা যাচ্ছে না। এলাকাবাসীর সহায়তায় সপ্তাহে তিনদিন পিন্টুর ডায়ালাইসিস চললেও কিডনি প্রতিস্থাপনের খরচ বহন করতে পারছে না তার অতিদরিদ্র পরিবার।

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাইপুর খন্দকার পাড়ার মুজাম শেখ ও টুনু খাতুনের ছেলে পিন্টু। গত চার বছর আগে থেমে গেছে তার স্বাভাবিক জীবনযাপন। কারণ তার দুটি কিডনিই নষ্ট হয়ে গেছে। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, প্রথম দিকে বমির সঙ্গে গলা দিয়ে রক্ত বের হতো পিন্টুর। প্রাথমিক চিকিৎসার পরও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে জানা যায় পিন্টুর একটি কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে আরেকটি কিডনি নষ্ট হতে শুরু করেছে।
এই খবরে যেন অন্ধকার নেমে আসে পিন্টুর পরিবারে।

পিন্টুই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষ। ড্রাইভারি করে যা আয় করতেন তা দিয়েই সংসার চলতো। নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে বিপাকে পড়েছেন পরিবার নিয়ে। সেখানে চিকিৎসা করানো অসম্ভব।

তবে পিন্টুর বন্ধু-বান্ধব এবং এলাকাবাসী গত এক মাস ধরে সাধ্যমতো তার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাদের সহযোগিতায় কুষ্টিয়া সনো টাওয়ার-২ তে সপ্তাহে তিনদিন ডায়ালাইসিস চলছে পিন্টুর।

পিন্টুর মা টুনু খাতুন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ছেলে তাকে বার বার বলে- মা আমি বাঁচতে চাই, আমাকে বাঁচাও। তাই প্রিয় সন্তানকে বাঁচাতে নিজের একটি কিডনি দান করতে চান তিনি। কিন্তু কিডনি প্রতিস্থাপন করতে যে অর্থের প্রয়োজন তা তাদের কাছে নেই। এজন্য কিডনি দিয়ে ছেলেকে বাঁচাতে চাইলেও তা সম্ভব হচ্ছে না।

পিন্টু বলেন, অনেক কষ্টের মধ্যে সংসার চলছে। স্বপ্ন ছিল নিজে সংসারের অভাব মোচন করবো। কিন্তু আমিও আজ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। বর্তমানে স্ত্রী ও দুটি কন্যা সন্তান নিয়ে কষ্টের মধ্যে দিনযাপন করছি।

বন্ধু-বান্ধব সুন্দর স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছে। আমারও খুব ইচ্ছে করে আগের মতো সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে। আপনারা সহযোগিতা করলে আমি আবার সুস্থ হয়ে ওঠবো ইনশাআল্লাহ।

স্ত্রী রিক্তা খাতুন বলেন, কিডনি প্রতিস্থাপন ও চিকিৎসা খরচ প্রায় ১০-১২ লক্ষ টাকার প্রয়োজন বলেছেন ডাক্তার। কিন্তু এতো টাকা যোগাড় করার সামর্থ্য আমাদের নেই। দেশ ও প্রবাসের কোনো হৃদয়বান ব্যক্তি যদি আমার স্বামীকে বাঁচাতে সহযোগিতা করতেন তাহলে চির কৃতজ্ঞ থাকতাম।

ঢাকা শ্যামলী সিডেকি এন্ড ইউরোলজী হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার আসিফ (এমবিবিএস) জানান, কিডনি রোগীর ডায়ালাইসিস অস্থায়ী চিকিৎসা। এই মুহূর্তে তার কিডনি প্রতিস্থাপন করাটা জরুরি। এটাই একমাত্র চিকিৎসা। কিডনি প্রতিস্থাপন হলে পিন্টু সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আর দশজন যুবকের মতো সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে চান পিন্টু। সবার সহমর্মিতা আর সহযোগিতায় পারে পিন্টুকে বাঁচিয়ে রাখতে।

আপনার সহযোগিতার হাত বাড়াতে যোগাযোগ করেতে পারেন পিন্টুর সাথে ০১৭৬১-৫১৫৬০২(বিকাশ) এই নাম্বারে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসক সংকট

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। এখানে অপারেশনের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সুসজ্জিত রুম। রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি। অথচ এ অপারেশন থিয়েটারটি কোন কাজে আসছে না। চিকিৎসক সংকটের অজুহাতে কোন প্রকার অপারেশন করা হয় না। কয়েকজন চিকিৎসক বিভিন্ন ক্লিনিকে অপারেশন করলেও এখানে অপারেশন করার অনুমতি নেই। তবে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানান চিকিৎসক সংকটের বিষয়টি তিনি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করেছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটির আধুনিক ভবন নির্মিত হয় ২০১৮ সালে। সব ধরণের অপারেশন করার জন্য বরাদ্দ দেয়া একটি সুসজ্জিত রুম। দেয়া হয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি। সার্বক্ষণিক বিদ্যুতের ব্যবস্থার জন্য রয়েছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি জেনারেটর। আছে প্রশিক্ষিত নার্স।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কয়েকজন ডাক্তার বাইরের ক্লিনিকে অপারেশন করেন। অথচ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে তাদের দিয়ে অপারেশন করানো হয় না। এদেরকে দিয়ে অপারেশন করানোর কোন অনুমতি নেই বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ফলে নানা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। আর ফায়দা লুটছেন বিভিন্ন ক্লিনিক।

এ উপজেলার শালদহ গ্রামের রাজু আহমেদ জানান, তার স্ত্রীর নিপার সিজারিয়ান অপারেশ করা হয়েছে গাংনী সনো ডায়গনস্টিক সেন্টারে। স্বল্প আয়ের মানুষ অথচ খরচ করতে হয়েছে ১২ হাজার টাকা।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে অপারেশনের ব্যবস্থা করা হলে কোন অর্থ খরচ হতো না। একই কথা জানান কুঞ্জনগরের আজিবুল। তার স্ত্রীকে সিজারিয়ান অপারেশন করান রাজা ক্লিনিকে। এখানে ওষুধ বেড ভাড়া আর ডাক্তার বাবদ খরচ হয়েছে ১৪ হাজার টাকা।

একটি সুত্র জানায়, শুধু নতুন ভবনের সময়কাল থেকে নয়, বিগত পাঁচ বছর যাবত অপারেশন বন্ধ। অনেক ভাল ডাক্তার বদলী হয়ে এসেছিলেন এখানকার লোকজনকে সেবা দিতে। কিন্তু এখানকার কতিপয় ক্লিনিকের লোকজন অপারেশন না করার জন্য হুমকি দেয়া ছাড়াও মারধর করার কারণে ডাক্তাররা থাকতে চান নি।

বিগত স্বাস্থ্য সেবা কমিটির সভাপতি মকবুল হোসেনকে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। বর্তমানে ডাক্তার সংকট রয়েছে। অপারেশন না করায় যেমন গরীব অসহায় রোগিদের অর্থদন্ড হচ্ছে তেমনি ফায়দা লুটছেন ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সুত্রে জানা গেছে, ২০০৮ সালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি ৫০ শষ্যায় উন্নীত করা হয়। সে লক্ষ্যে ২০১৮ সালে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। এখানে মোট ডাক্তারের পদ ৩০ টি। এর মধ্যে ১০ টি(জুনিয়র কনসালটেন্ট) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পদ রয়েছে। বিশেষজ্ঞ পদ পুরুণ হয়নি দীর্ঘদিনেও।

মেডিকেল অফিসারের ১৮ জনের বিপরীতে রয়েছেন ছয় জন। ইমার্জেন্সী

মেডিকেল অফিসারের পদটি শুণ্য স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্মলগ্ন থেকে। ইনডোর ও আউটডোর সেবাটি সেকমো ও সাব-সেন্টারের চিকিৎসক দিয়ে চালানো হচ্ছে। তবে নার্স সংকটটি কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছে। একজন শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ দুই জন মেডিকেল অফিসার আছেন মাতৃত্বকালীণ ছুটিতে। আরো দুজন চিকিৎসক রয়েছেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ডেপুটিশনে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আহমেদ রায়হান শরীফ জানান, ইতোমধ্যে তিনি ডাক্তার সংকটের বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। অপারেশন করাতে হলে সরকারী কিছু নিয়ম রয়েছে। বাইরে যে চিকিৎসক অপারেশন করেন তাতে কোন বাঁধা না থাকলেও সরকারী নিয়মে সেটি রয়েছে। ডাক্তার সংকট কাটিয়ে উঠলে অপারেশনের ব্যবস্থা করা হবে।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনায় ফেনসিডিল সহ ঝাঁঝাডাঙ্গার ইমরানকে (২৪) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাকে ২৮ বোতল ফেনসিডিল সহ দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নে যাওয়ার পথিমধ্যে মীর্জা সুলতান রাজা সেতুর ফলকের সন্নিকট হতে তাকে গ্রেফতার করেন।

সে দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ঝাঁঝাডাঙ্গা গ্রামের মাদ্রাসা পাড়ার আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গতকাল মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ২টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহব্বুর রহমান কাজলের নেতৃত্বে থানার এসআই মাহমুদুল হাসান মিন্টু, এএসআই মামুনুর রহমান, এএসআই ইদ্রিস আলী, এএসআই শাহিন আলম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের যাওয়ার পথিমধ্য মাথাভাঙ্গা নদীর উপর অবস্থিত মীর্জা সুলতান রাজা সেতুর ফলকের সন্নিকটে।

এসময় দর্শনা অভিমুখে আসা এক ব্যাক্তির পথ গতিরোধ করে তাকে তল্লাসী চালিয়ে ওই ব্যাক্তির দখল হতে ২৮ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল সহ ইমরান আলী নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ী সে দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ঝাঁঝাডাঙ্গা গ্রামের মাদ্রাসা পাড়ার আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে ও এলাকার চিহিৃত মাদক ব্যবসায়ী।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদক আইনে মামলা দায়ের পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

দামুড়হুদায় সড়কে কাঁদা-পানি, ডিম ভর্তি আলমসাধু উল্টে ক্ষয়ক্ষতি

দামুড়হুদা সড়কে রাজা ব্রিকসের সামনে কাঁদা-পানিতে ডিম ভর্তি আলমসাধু উল্টে ক্ষয়ক্ষতি পাবনা-ঈশ্বরদী থেকে ডিম বোঝায় মহেশপুরগামী আলমসাধু।

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার রাজা ব্রিক্সের সামনে এসে পৌঁছালে ডিম বোঝায় আলমসাধুটি দুর্ঘটনার শিকার হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী, ভূক্তভোগী ও পথচারী এ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করছেন চুয়াডাঙ্গা- যশোর মহাসড়কের দামুড়হুদা পুড়াপাড়ার রাজা ব্রিকসকে। তারা বলছে, রাজা ইটভাটার মাটি বহনকারী ট্রাক্টরে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে কৃষি জমি ধ্বংস করে মাটি বহন করে নিয়ে আসে।

দীর্ঘদিন ধরে বহনকারী ট্রাক্টরের মাটি এ মহাসড়কে উপরে পড়ে। গত সোমবার রাতে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতে কর্দমাক্ত হয়ে পিছল হয়ে যায়। ফলে প্রতি বর্ষা মৌসুমে দুর্ঘটনা কবলিত হয় বিভিন্ন যানসহ মোটরসাইকেল আরোহি সাধারণ পথচারীদের, এবারো এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৬ টার দিকে ডিম বোঝাই ৩ টি আলমসাধু ঈশ্বরদীর জয়নগর ফামিদা ডিমের আড়ৎ তের ডিম ব্যবসায়ী আমিনুলের নিকট ডিম নিয়ে মহেশপুরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন।

এসময় ডিম বহনকারী ৩ টি আলমসাধু মধ্যে একটি আলমসাধুটি রাজা ব্রিকসের সামনে হাইওয়েতে এসে পৌঁছালে ভাটার বহনকৃত মাটির জমাট বেঁধে থাকার জন্য মেইন রাস্তার উপরে স্লিপ করে উল্টে যায়। আলমসাধুতে এক লক্ষ্য চল্লিশ হাজার টাকার ডিম ছিল।

এ দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা প্রায় ৫০ হাজার টাকার মুরগীর ডিম ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। পরে একই স্থানে পিছলিয়ে পড়ে আহত হয় এক মোটর সাইকেল আরোহী।

এ ঘটনার দায় এড়াতে কিছুক্ষণ পরেই রাজা ইটভাটার শ্রমিকদের মাধ্যমে পাওয়াট্রিলার করে বালি নিয়ে এসে তড়িঘড়ি করে রাস্তার উপরে ফেলতে দেখা যায়।
ডিম বহনকারী আলমসাধু ড্রাইভারে বাড়ি চুয়াডাঙ্গা জেলার জয়রামপুর গ্রামে।

মোটরসাইকেল আরোহীর বাড়ি জানা সম্ভব হয়নি। তবে এ ঘটনায় তেমন কোন হতাহতের খবর পাওয়া না গেলেও এ দূর্ঘটনার পর উপস্থিত অনেকের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে লক্ষ্য করা যায়।

এসময় স্থানীয়রা বলেন, দামুড়হুদা কলেজ থেকে জয়রামপুর কাঁঠাল তলা পর্যন্ত ইটের ভাঁটার মাটি পড়ে একই অবস্থার পরিনিত হয়েছে। বিষয়টি কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণে আনার দরকার মোটরসাইকেল আরোহী আওয়াল, আক্তার সহ বেশ ক’একজন পথচারী বলছেন, মহামারী করোনার কারনে রাস্তায় যান চলাচনে কম ছিল তাই রক্ষে, নতুবা কতজনকে যে এমন দুর্ঘটনার স্বীকার হতে হতো তার ঠিক নেই?

আর সড়কে এভাবেই চলে যেতো নাম না জান প্রতিভাবানদের তরতাজা প্রাণ। খবর পাওয়ার পর পর সকাল ৭ টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছান দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি টিম।

পরবর্তীতে দুর্ঘটনার খবর জানার পর পর সকাল ১১ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের নির্দেশে ঘটনাস্থল পৌঁছান দামুড়হুদা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ।

এসময় তিনি আলমসাধু সহ সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা শোনেন। এ সময় সহকারী কমিশনার(ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ ঘটনাস্থলেই ইট ভাটা মালিক ইকবাল মাহমুদ টিটোকে ডেকে পাঠালে ভাঁটা মালিক ঘটনাস্থলে আসেন। সেসময় ডিম ভেঙে যাওয়ায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে ডিমের মালিককে ৩৫ হাজার, চালককে ও হেলপার কে ৫০০ করে মোট ৩৬ হাজার টাকা দেওয়া হয়। ক্ষতি পূরণের সব টাকা রাজা ব্রিকসের মালিক ইকবাল মাহমুদ টিটোর নিকট থেকে নিয়ে ঘটনাস্থলেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এসময় ইট ভাটার মালিককে পরিস্কার ভাবে সহকারী কমিশনার (ভূমি) জানিয়ে দেন আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে, রাস্তার পাশে রাখা সব ইট সরিয়ে নিবে। মাটি পরিবহনের সময় অবশ্যই পলিথিন/চটের বস্তা ব্যবহার করে মাটি আনবেন। সর্বপরি ব্রাকের অফিস থেকে ইটের ভাঁটার অপর পাশ পর্যন্ত সকল রাস্তা সকাল-বিকাল ৬ জন শ্রমিক দিয়ে পরিস্কার রাখবে মর্মে মুচলেকা দেন ইট ভাটা মালিক ইকবাল মাহমুদ টিটো।

এসময় সদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, এ টি ও সেলিম রেজা, স্থানীয় সংবাদ কর্মী সহ স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান। মেহেপুর প্রতিদিনকে বলেন, সকল ইটভাটা মালিকদের উদাসীনতার কারণে আর কোন সাধারণ পথচারীরা যেন দুর্ঘটনার শিকার না হন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ভাটা মালিককে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। তা যদি না মানেন তাহলে সে সকাল ভাটার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদার ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে জরিমানা

দামুড়হুদার জয়রামপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে মিছরি কারখানা ও ঔষধ ফার্মেসীতে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

পবিত্র রমজান ও বিশেষ সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের

সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহা পরিচালক ও জেলা প্রশাসক মহোদয়ে চুয়াডাঙ্গা এর সার্বিক নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক জনাব সজল আহমেদ এর নেতৃত্বে গতকাল মঙ্গলবার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর গাতির পাড়া, হাজীপাড়া ও কাঁঠাল তলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বাজার মনিটরিং ও সচেতনতামুলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এসময় মিছরি কারখানা, ফার্মেসি, তরমুজ খোলা ও অন্যান্য পণ্যের প্রতিষ্ঠান মনিটরিং করা হয় এবং মনিটরিংকালে ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হয়।

এসময় তিনি বলেন, সকলে সরকারি নির্দেশনা মেনে চলুন সুস্থ থাকেন। সরকারি নির্দেশনা অমান্য করলে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। নিজে ও পরিবার কে ঝুকিতে ফেলবেন না। লকডাউন বাস্তবায়নে মাঠ প্রশাসন এবং সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হয়। ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্যের জন্য ০১টি মিছরি তৈরি কারখানা ও ০১টি ফার্মেসিকে সতর্কতামুলক ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে সহযোগিতায় ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম। জনস্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ঝিনাইদহে অসহায়ের দায়িত্ব নিলেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি

কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ঝিনাইদহের অদম্য সিরাজুল ইসলামের মেয়ে সুরাইয়া আক্তারকে উপহারসামগ্রী ও নগদ টাকা তুলে দেওয়া হয়।

দোকান চালিয়ে পড়ালেখা করা ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার অদম্য মেধাবী সুরাইয়া আক্তারের পাশে দাঁড়িয়েছে ছাত্রলীগ। বিভিন্ন

মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে সুরাইয়াকে তাৎক্ষণিক আর্থিক সহায়তা ও উপহারসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সুরাইয়ার পড়াশোনা চালিয়ে নেওয়ার জন্য সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে ছাত্রসংগঠনটি।

গতকাল সোমবার সংবাদ মাধ্যমে ‘টাকার অভাবে সুরাইয়ার উচ্চশিক্ষার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হওয়ার শঙ্কা’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি আল নাহিয়ান খান খবরটি পড়ে সুরাইয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

এরপর আজ মঙ্গলবার তিনি ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সজিব হোসেন ও কর্মী অনিক হাসানের মাধ্যমে নগদ টাকা ও উপহারসামগ্রী পাঠান। তাঁরা দুপুরেই সুরাইয়াদের বাড়িতে হাজির হয়ে এগুলো তুলে দেন।

মুঠোফোনে ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান বলেন, এখন থেকে সুরাইয়াকে সব ধরনের সহযোগিতা করবে ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগ মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। সংবাদপত্রে সুরাইয়ার খবরটি দেখে তাঁর পাশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন থেকে আর্থিক কষ্টের কারণে তাঁর পড়ালেখার কোনো সমস্যা হবে না, যা ইতিমধ্যে সুরাইয়াকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুরাইয়া আক্তার (১৮) জীবনের সব পাবলিক পরীক্ষায় ভালো ফল করেছেন। কিন্তু শেষ সময়ে এসে আর্থিক কষ্টে সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে পারেননি। আবার যেখানে ফরম পূরণ করেছেন, সেখানে ভর্তির সুযোগ পেলেও চিন্তা, কীভাবে পড়ালেখা করবেন।

সুরাইয়া আক্তার জানান, বাবা সিরাজুল ইসলামের মৃত্যুর পর পড়ালেখা করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তখনই বাড়িতে একটি দোকান করেন। এখানে যা আয় হয়, তা দিয়ে সংসারের পাশাপাশি পড়ালেখা চলে।

ছাত্রলীগের সহযোগিতা পেয়ে খুশি সুরাইয়া আক্তার। তিনি বলেন, এবার চিন্তামুক্ত হয়ে ভালো করে পড়ালেখা করতে পারবেন। যাঁরা তাকে সহযোগিতা করছেন, তাঁদের সম্মান তিনি রক্ষা করতে পারবেন।

সুরাইয়া আক্তারের মা ছবুরা বেগম বলেন, তিনি মেয়েকে পড়াতে না পেরে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু মেয়ে আশা ছাড়েননি। অবশেষে তাঁর আশা পূরণ হতে যাচ্ছে।

মেহেরপুরের বারাদী বাজারে দিনে দুপুরে দুঃসাহসিক চুরি

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি বাজারে দিনে দুপুরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে বারাদী বাজারের গহরপুর রোডে অবস্থিত মিলন মেডিকেল হলে এই চুরির ঘটনা ঘটে।

ঘটনাস্থল থেকে জানা যায়, দোকান মালিক মিলন হোসেন প্রাকৃতির ডাকে সাড়া দিতে পাশ্ববর্তী গ্রাম্য মসজিদের টয়লেটে যায়। কিছু সময়ের ব্যবধানে সে দোকানে ফিরে এসে দেখে ড্রয়ারের তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। সে তাৎক্ষণিক ড্রয়ার খুলে দেখে সেখান থেকে কে বা কারা দুই লক্ষ টাকা চুরি করে সটকিয়েছে। মিলন মোমিনপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়ার ইসলামের ছেলে। সে পেশায় একজন গ্রাম্য চিকিৎসক ও বিকাশ ব্যবসায়ী।

মিলন জানান, দুপুরের দিকে জরুরত সারতে কিছু সময়ের জন্য দোকানের পাশ্ববর্তী মোমিনপুর জামে মসজিদের টয়লেটে যায়। কয়েক মিনিট পরেই দোকানে ফিরে দেখি ড্রয়ারের তালা ভাঙ্গা। সেখান থেকে তার দুই লক্ষ টাকা খোয়া গেছে। ড্রয়ারে ফ্লেক্সিলোডের সাত থেকে আটটি মোবাইল ফোনও ছিল সেগুলো ঠিকই আছে।

তবে তিনি জানান, ঐ সময়ে দোকানের সামনের একটি চায়ের দোকানে অপরিচিত তিন জন লোককে বসে থাকতে দেখি। সম্ভবত তারা আমার গতিবিধি অনুসরণ করছিলো এবং সুযোগ বুঝে তারা চুরি করে পালিয়েছে।

খবর পেয়ে বারাদী ক্যাম্প পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ০৩ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ০৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

তারা সকলেই মেহেরপুর সদরের বাসিন্দা। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৯২১ জনে। ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে আজ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা- ১৫১ জন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ১৮ টি রিপোটের মধ্যে ০৩ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৬৬৬৬ টি। নমুনা পাঠানো হয়েছে ৩১টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ২৫ জন। এর মধ্যে সদরে-১৩, গাংনীতে- ০৭, মুজিবনগরে- ০৫ জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের। সুস্থ হয়েছেন ৮০৭ জন। অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৬৭ জনকে।

ভিন্ন ভাবে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর টি.টি রোডের রমজান আলী (৬৫), নতুন পাড়ার উম্মে আরা (৫০), প্রাণী হাসপাতাল কামরুল হাসান (৩৫)।

ঝিনাইদহে ধান সংগ্রহের উদ্বোধন করলেন জেলা প্রশাসক

তাপস ঝিনাইদহ
ঝিনাইদহে কৃষকের এ্যাপসের মাধ্যমে নিবন্ধনকৃত বোরো ধান সংগ্রহ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে সদর খাদ্য গুদামে আনুষ্ঠানিক ভাবে এ

কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়। সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম শাহীন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সেলিম রেজা, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আজগর আলী, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সেখ আনোয়ারুল করীম, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম, শৈলকুপা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আকরাম হোসেন, সদর খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মজনুর রহমান, কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম, সদর উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি উজ্জল হোসেন, যুবলীগ নেতা রোকনুজ্জামান রিপন প্রমুখ।
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক শেখ আনোয়ারুল করীম জানান, চলতি মৌসুমে জেলার সদর, শৈলকুপা ও কালীগঞ্জ উপজেলায় কৃষকের এ্যাপসের মাধ্যমে ৬ হাজার ৫’শ ৮৮ মেট্টিকটন ধান ২৭ টাকা কেজি দরে কেনা হবে। এছাড়াও জেলায় মোট ধান সংগ্রহ করা হবে ১১ হাজার ৪’শ ৫৯ মেট্টিক টন। আগামী ১৬ আগস্ট পর্যন্ত চলবে এ ধান সংগ্রহ অভিযান।

গাংনীতে মাংস ব্যবসায়ীর অর্থদন্ড

মেহেরপুরের গাংনী বাজারের কাথুলী মোড়ে মাংসের মুল্য বেশি নেয়ার অপরাধে দু’ মাংস ব্যবসাযীকে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী বাজারে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সহকারি কমিশনার (ভুমি) নুর- ই- আলম সিদ্দিকী। ভোক্তা অধিকার আইন ২০০৯ এর ৪০ ধারা মোতাবেক মাংস ব্যবসায়ী আব্বাস আলী ও সাহারবাটি গ্রামের মাংস ব্যবসায়ী আরিফ হোসেনকে ৬ হাজার টাকা অর্থদন্ড দেয়া হয়। এসময় গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা কাজে সহযোগীতা করেন।